بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১৪ জুন ২০২১

পশ্চিম তীরের আহমদীদের সাথে ঐতিহাসিক সভা করলেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান

"প্রত্যেক নিষ্ঠাবান আহমদী আমার চোখে সমান — তিনি ইউরোপীয়, আফ্রিকান, এশিয়ান, আরব বা দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসী বা অন্য কোন এলাকার হন না কেন।"
— হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

১২ জুন ২০২১, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) প্রথমবারের মত ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের (ওয়েস্ট ব্যাংক) আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৭০-এর অধিক সদস্যের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভায় মিলিত হন।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর আহমদী সদস্যগণ পশ্চিম তটের দারুল আমান মসজিদ থেকে যোগদান করেন।

কিছু সংক্ষিপ্ত পরিবেশনার পর আহমদী নারী-পুরুষগণ হুযূর আকদাসকে বিভিন্ন বিষয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ লাভ করেন।

হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করা হয়, নিজ অ-আহমদী আত্মীয়-স্বজন বা বিস্তৃত পরিসরে সমাজের সদস্যদের নিকট হতে বিরোধিতার ভয়ে কোন আহমদীর পক্ষে নিজের ঈমান গোপন রাখার অনুমতি আছে কিনা।

উত্তরে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যদি কোন ব্যক্তি তার অন্তরে আহমদীয়াতের সত্যতার ওপর বিশ্বাস রাখেন, কিন্তু ভীত হন এবং নিজের সপক্ষে দণ্ডায়মান হওয়া তার জন্য কঠিন হয়, তবে তিনি তার ঈমানকে হৃদয়ে ধারণ করে খোলাখুলি ঘোষণা করা থেকে বিরত থাকতে পারেন। এতে কোন ক্ষতি নেই। উদাহরণস্বরূপ, কোন কোন নারীর পক্ষে বিরোধিতা সহ্য করা

বিশেষভাবে কঠিন হতে পারে। তবে যদি কারো শক্তি ও সাহস থাকে বিরোধিতার মোকাবেলা করার, তবে তার উচিত তার ঈমান প্রকাশ্যে ঘোষণা করা।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যদি আমরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবাদের ইতিহাসের দিকে তাকাই তবে আমরা দেখতে পাই যে, এমন কিছু সাহাবা ছিলেন যারা ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমান হয়েছিলেন, যাদেরকে কোন গোত্রীয় সরদার বা ধনাঢ্য কোন ব্যক্তি নিরাপত্তা প্রদান করেছিলেন, কিন্তু তারা বলেছিলেন, 'আমরা আপনার আশ্রয় প্রত্যাখ্যান করছি; কেননা, আমরা সেই একই অবিচার ও নিষ্ঠুরতাকে বরণ করে নিতে চাই যা আমাদের অন্যান্য মুসলিম ভাইয়েরা সহ্য করছেন'। একই সময়ে, ইতিহাস থেকে এ কথাও জানা যায় যে, বিরোধিতা সহ্য করতে না পারলে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কাউকে কাউকে তাদের ঈমান তাদের অন্তরে গোপন রাখার নির্দেশনা দিয়েছিলেন। সুতরাং, কখনো কখনো এটিই প্রজ্ঞাপূর্ণ ও বিচক্ষণ কর্মপদ্ধতি হয়ে থাকে।"

এক ভদ্রলোক হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন আহমদীরা নিজ দেশের রাজনৈতিক দলগুলোতে যোগদান করতে পারেন কিনা।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"একজন আহমদী তার দেশের একজন নাগরিক আর, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে, তিনি সেই দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সদস্য হতে পারেন। বস্তুত, যখন তিনি কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হবেন, তার কণ্ঠস্বর ঐসকল প্রভাবশালী ব্যক্তির নিকট পৌঁছাবে, যাদের নিকট অন্যথায় পৌঁছানো সম্ভব হতো না। উপরন্তু, যদি নীতিনির্ধারণে তার কোন ভূমিকা থাকে, তবে তিনি এমন নীতিসমূহ গঠন করতে পারবেন, যা দেশের জন্য কল্যাণজনক সাব্যস্ত হবে; কেননা, তিনি তার নিষ্ঠাপূর্ণ পরামর্শ পেশ করার মতো অবস্থানে থাকবেন এবং আল্লাহ্ তা'লার সেই আদেশের অনুসরণ করার সুযোগ পাবেন যে, যখনই তোমার কাছে তোমার অভিমত চাওয়া হয় তখন সততা ও নিষ্ঠার সাথে সেই অভিমত প্রদান করবে। সুতরাং, রাজনৈতিক দলে যোগদানের মধ্যে কোন ক্ষতি নেই, বিশ্বজুড়ে অনেক আহমদীই এমন করে থাকেন।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"ভারত ও পাকিস্তানের বিভাজনের পূর্বে সেখানে বসবাসকারী আমাদের কিছু সদস্য রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন এবং তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এরপর, দেশভাগের পর, জাতীয় সংসদ কর্তৃক আহমদীদের অমুসলিম ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত, আহমদীগণ জাতীয় এবং প্রাদেশিক সংসদে নির্বাচিত হতেন। আফ্রিকায়, আমাদের এমন অনেক সদস্য রয়েছেন, যারা রাজনীতিতে যুক্ত এবং তাদের কেউ কেউ জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হয়েছেন এবং রাষ্ট্রের মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। তারা সকলে তাদের জাতির উন্নতিকল্পে কাজ করে থাকেন। অনুরূপভাবে, ইউরোপে এবং অন্যত্র আমাদের এমন সদস্য রয়েছেন, যারা বিভিন্ন রাজনৈতিক পদে আসীন হওয়ার জন্য প্রয়াসী হয়ে থাকেন। সুতরাং, নিজ দেশের সেবা করার উদ্দেশ্যে, রাজনীতিতে প্রবেশ করা থেকে বিরত হওয়ার আমাদের কোনো কারণ নেই।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"আমরা যখন কোন দেশের নাগরিক, তখন আমাদের সেই দেশের সরকার গঠন এবং প্রশাসনে ভূমিকা রাখা উচিত। নিশ্চিতভাবে, আমাদের এক অতি উত্তম ভূমিকা পালন করা উচিত, যেন অন্যান্যরা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারেন যে, আমরা বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন হয়ে কত উত্তমভাবে দেশ ও জাতির সেবা করতে পারি। তাদের এটি অবলোকন করা উচিত যে, নাগরিক হিসেবে, আমরা আমাদের দেশের প্রতি বিশ্বস্ত এবং এর উন্নতির জন্য সর্বপ্রকার প্রয়াস গ্রহণে উদ্যোগী।"

বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধ আন্দোলন এবং সংগঠন, যেগুলো সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে এগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় যে, আমাদের এমন গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া উচিত কিনা।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যতদূর পর্যন্ত প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক, এমন যে-কোন সংগঠন পরিহার করা উচিত, যেগুলো বিশৃঙ্খলা, সংঘাত, সহিংসতা এবং ধ্বংসযজ্ঞের কারণ হয়। যদি কোন প্রতিষ্ঠিত সরকার থাকে, এবং সেটি (অন্যায়ের বিরুদ্ধে) কোন প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করে, তবে আহমদীদের সেটিতে অংশগ্রহণ করা উচিত; কেননা, সেটি একটি

সরকারি কর্মসূচি। এর মধ্যে সেটিও পড়ে যে, যখন কোন সরকার সামরিক ভূমিকা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং এর নাগরিকদের তাতে অংশ নেওয়া আবশ্যক করে। অনেক দেশে, আহমদীগণ তাদের নিজ দেশের সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন এবং তারা তাদের দেশের পক্ষে যোদ্ধা হিসেবে তাদের ভূমিকা পালন করে থাকেন।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"তবে, আহমদীদের কোন সন্ত্রাসী গোষ্ঠী বা অন্যান্য প্রতিরোধ সংগঠনে যোগ দান করা উচিত নয়, যেগুলো সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নয়, আর যাদের নীতিসমূহ তাদের সরকারের বিরোধী। এমন গোষ্ঠীসমূহ 'স্বাধীনতা'-র নামে কেবল তাদের নিজ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে চায়। অপরপক্ষে, যদি সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে, এখন সময় এসেছে এর জনগণের দেশের সেবায় নিযুক্ত হওয়ার এবং দেশের খাতিরে আত্মত্যাগের, তখন এমন পরিস্থিতিতে, আহমদীদের অবশ্যই তাদের দেশের সেনাবাহিনীতে সেবা প্রদান করা উচিত। তবে, রাষ্ট্র বহির্ভূত কোনো পক্ষ বা গোষ্ঠীতে যোগদান করা কেবলমাত্র বিশৃঙ্খলাকে বাড়ানো এবং সংঘাতকে আরো জোরদার করতেই ভূমিকা রাখবে।"

আধ্যাত্মিকতা এবং ব্যক্তিগত উন্নতি সম্পর্কে প্রশ্ন করতে গিয়ে, এক নারী সদস্যা হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন, কেউ যখন আধ্যাত্মিকতার এক স্তর থেকে উপরের স্তরে উন্নতি করেন তখন তা তার পক্ষে কীভাবে অনুধাবন করা সম্ভব।

এ বিষয়ে আলোকপাত করে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"একজন মুমিনের কাজ সর্বদা তাকওয়ার দিকে অগ্রসর হওয়া। তার কখনো এ বিষয় নিয়ে চিন্তা করা উচিত নয় যে, তার বর্তমান আধ্যাত্মিক অবস্থান কী বা আধ্যাত্মিকতার এর পরের স্তর কোনটি। আল্লাহ্ তা'লাই ভাল জানেন, কোথায় কোনো একটি স্তর শেষ হয় আর পরের স্তরের শুরু হয়। সুতরাং, একজন বিশ্বাসী হিসেবে আপনার কাজ কেবল ক্রমাগতভাবে নিজেকে সৎকর্মে বেশি থেকে বেশি নিয়োজিত করা এবং এ বিষয়ে ক্রমাগত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া, আর নিজেকে পবিত্র করার সংগ্রামে বিরামহীন ভাবে লেগে থাকা। ... যখনই কারো মনে এমন চিন্তার উদয় হয় যে, তিনি আধ্যাত্মিকতার অমুক বা তমুক স্তরে পৌঁছে গেছেন, তখনই সেই ব্যক্তির মনে অহংকার দানা বাঁধতে শুরু করে, আর অহংকার একটি অত্যন্ত ভয়াবহ বিষয়। ... সুতরাং, মানুষের সকল সময়ই চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত, এবং জানা উচিত, তার একমাত্র উদ্দেশ্য, খোদা তা'লার আদেশাবলীর ওপর আমল করা এবং এভাবে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করা।"

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত খোদাতালার আদেশাবলী মান্য করার এ ধারণাটির ওপর বিস্তারিত আলোকপাত করতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"পবিত্র কুরআনে প্রায় ৭০০ আদেশ-নিষেধ রয়েছে, আর কোন কোন স্থানে মসীহ্ মওউদ (আ.) এমনও বলেছেন যে, ১২০০ আদেশ-নিষেধ রয়েছে। সুতরাং, আপনি কি এর সবগুলোর ওপর আমল করেছেন? আপনি কি সত্য সত্যই এগুলো খুঁজে দেখেছেন? যখন আপনি এগুলো খুঁজে পেয়েছেন এবং এর উপর আমল করেছেন, কেবল তখনই পরবর্তী ধাপের বিষয়ে কথা বলা উচিত। সুতরাং, একজন মুমিনের কাজ হল সদা সর্বদা, অসাধারণ বিনয় ও নম্রতার সাথে, আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসার অনুসন্ধান করা।"

একটি বিশেষ হৃদয়গ্রাহী মুহূর্ত ছিল যখন হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করা হয়, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের আফ্রিকান সদস্যদের কাছ থেকে আমাদের কী শেখার আছে, যাদের দেখে মনে হয় যে, যখনই হুযূর আকদাসের সাথে তাদের সাক্ষাত হয়, তখনই তারা হুযূর আকদাসের জন্য অসাধারণ খুশির কারণ হয়ে থাকেন।

গভীর ভালোবাসা ও স্নেহের সাথে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"সত্য এই যে, প্রত্যেক নিষ্ঠাবান আহমদীই আমার মুখে হাসি ফুটিয়ে থাকেন, যখনই তাদের সাথে আমার দেখা-সাক্ষাত হয়। নিশ্চিতভাবে, আপনাদের প্রতি আমার সেই একই ভালোবাসার অনুভূতি রয়েছে, যেমনটি আমার

আফ্রিকানদের জন্য রয়েছে, বা যা ইউরোপীয়দের জন্য রয়েছে। প্রত্যেক নিষ্ঠাবান আহমদী আমার চোখে সমান — তিনি ইউরোপীয়, আফ্রিকান, এশিয়ান, আরব বা দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসী বা অন্য কোন এলাকার হন না কেন। আর তাদের চেহারা থেকে ভালোবাসার যে অভিব্যক্তি উদ্ভাসিত হয়, তা আমাকে বাধ্য করে তাদেরকেও একইভাবে ভালোবাসতে, এবং যে ভালোবাসা ও প্রীতি তারা প্রকাশ করে থাকেন, তাদের প্রতিও একই অনুভূতি প্রকাশ করতে। এখানে কোন পার্থক্য নেই। আপনারা আফ্রিকানদের চেয়ে পিছিয়ে নেই, আর আফ্রিকানরাও আপনাদের চেয়ে পিছিয়ে নেই; পাকিস্তানীরা আপনাদের চেয়ে এগিয়ে নেই, আর আফ্রিকানরা বা ইউরোপীয়রা অন্য কোন জাতি থেকে এগিয়ে বা পিছিয়ে নেই। যে কেউ যদি নিষ্ঠাবান আহমদী হয়ে থাকেন, তার সাথে খিলাফতের এক বিশেষ সম্পর্ক থাকে, যখনই তাদের সাথে আমার দেখা-সাক্ষাত হয়, আমার মুখে হাসি ফুটে উঠে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"আমার সাথে যারই দেখা হোক, সে আফ্রিকান শিশু হোক, বা ইউরোপিয়ান শিশু, বা দক্ষিণ আমেরিকান শিশু, বা পাকিস্তানি শিশু, তারা বয়সে তরুণ হোক, পুরুষ বা নারী, আমি প্রত্যেক নিষ্ঠাবান আহমদীকে দেখে আনন্দিত হই এবং তাদের জন্য আমার অন্তরে কেবলমাত্র ভালোবাসার আবেগ-অনুভূতিই থেকে থাকে! আর আমার মুখে সর্বদা হাসি লেগে থাকে! আমার হৃদয় প্রত্যেক নিষ্ঠাবান আহমদীর জন্য প্রীতি ও ভালোবাসার অসাধারণ অনুভূতিতে পরিপূর্ণ।"

এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন, কোন আহমদী কি এমন কারো বন্ধু থাকতে পারেন, যিনি জামা'ত ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু এর বিরোধিতায় লিপ্ত নন?

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"হ্যাঁ, এতে কোন ক্ষতি নেই — ঈমান একটি ব্যক্তিগত বিষয়, আর হৃদয়ের বিষয়। 'লা ইকরাহা ফিদ্দীন' — বিশ্বাসের বিষয়ে কোন জবরদস্তি বা বলপ্রয়োগ নেই। সুতরাং, যদি কেউ মনে করেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সত্য নয় এবং কিছু সময় পরে জামা'ত ত্যাগ করেন, কিন্তু বিরোধিতায় লিপ্ত না হন, এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার বিষয়ে কটূক্তি না করেন, তাহলে অবশ্যই তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখুন। এমন হতে পারে যে, এই সম্পর্ক ভবিষ্যতে তার মাঝে এক ইতিবাচক পরিবর্তনের কারণ হবে এবং তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে ফিরে আসবেন। অপরপক্ষে, যদি আপনি তাকে বন্ধু হিসেবে পরিত্যাগ করেন, তাহলে তার মধ্যে কেবল তিক্ততা ও দূরত্ব বৃদ্ধি পাবে। বন্ধুত্বের দায়িত্ব ও দাবি এই যে, আপনি সুসম্পর্ক বজায় রাখুন এবং হতে পারে তা একদিন সেই ব্যক্তির সংশোধনের কারণ হবে।"

এক ভদ্রমহিলা হুযূর আকদাসের কাছে জানতে চান, সন্তানদের অতিরিক্ত স্ক্রীন-টাইম বা অতিরিক্ত সময় ফোন বা ট্যাব জাতীয় ইলেকট্রনিক ডিভাইসে ব্যয় করা থেকে তাদের পিতামাতা কীভাবে প্রতিহত করতে পারেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এমনকি বিজ্ঞানী এবং ডাক্তারগণও এখন বলছেন যে, অতিরিক্ত স্ক্রীন-টাইম শিশুদের দৃষ্টিশক্তি এবং চিন্তাচেতনার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, যে কারণে শিশুদের ২৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে এক ঘণ্টার বেশি ইন্টারনেট ব্যবহার, গেম খেলা বা টেলিভিশন দেখা উচিত নয়। অবশ্য আজকাল, যেহেতু স্কুলসমূহ কোভিড-১৯ এর জন্য বন্ধ আছে, অনেক পড়াশোনা অনলাইন করা হচ্ছে। তবে অনলাইন গেমসমূহ সময়ের অপচয় এবং কেবল সময়ের অপচয়ই নয়, বরং অর্থেরও অপচয়। আপনি অর্থ ব্যয় করে গেম কিনে দেন এবং তারপর যেভাবে কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, একইভাবে শিশুরা গেম খেলার বিষয়ে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। উপরন্তু, এসব অনলাইন গেম চলাকালে নৈতিকতা বিবর্জিত এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন বিজ্ঞাপনসমূহ প্রচারিত হয় এবং এগুলো শিশুদের মনকে ভয়াবহভাবে প্রভাবিত করতে পারে।"

এ বিষয়ে পিতা-মাতার দায়িত্বের বিষয়ে আলোকপাত করে এবং সমস্যার সমাধানে ব্যবহারিক পরামর্শ প্রদান করতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"পিতা-মাতার সযত্ন দৃষ্টি রাখতে হবে এবং এ বিষয়ে তদারকি করতে হবে যে, তার সন্তান কোন্ গেম খেলছে অথবা টেলিভিশনে বা অনলাইনে কোন অনুষ্ঠান দেখছে। উপরন্তু, এটি স্পষ্ট করতে হবে যে, শিশুটির জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্ক্রীন-টাইম বরাদ্দ রয়েছে এবং এর বাইরে তার দেখার অনুমতি নেই।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আপনার সন্তানদের সাথে কথা বলুন এবং তাদেরকে বুঝান যে, অতিরিক্ত স্ক্রীন-টাইম তাদের দৃষ্টিশক্তির জন্য ক্ষতিকর হবে এবং তাদের চিন্তা-ভাবনাকেও প্রভাবিত করবে এবং এ কারণেই তাদের জন্য এটি উত্তম যে, তারা যেন বই পড়ে, যা তাদের মস্তিষ্কের উন্নতির জন্য শ্রেয়। এছাড়াও তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডের আয়োজন করুন, তাদের সাথে বসুন, তাদের সাথে আলোচনা করুন, আর যদি এরপরও তারা জোর করে, তবে তাদেরকে অনলাইন অথবা টেলিভিশনে এমন অনুষ্ঠানাদি দেখানোর চেষ্টা করুন যেগুলো তাদেরকে জ্ঞানগতভাবে এবং আধ্যাত্মিকতায় উন্নত করবে এবং তাদেরকে প্রজ্ঞা লাভ করতে সহায়তা করবে।"

হুযূর আকদাস দোয়ার মাধ্যমে সভা সমাপ্ত করেন।